span
an orca communication. 25

orca, old friends

রিইউনিয়ন উত্তর বিশেষ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ 25

সম্পাদকীয়

অনেক দিন পর স্প্যান আবার তার সম্ভার নিয়ে হাজির হল। আসলে স্প্যানের অবস্থা দেখেই অরকার অবস্থা বোঝা যায়। অরকার সার্বিক কর্মকান্ডের প্রভাব স্প্যানের ওপরে পড়ে। সেজন্য স্প্যান অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। রিইউনিয়নকে কেন্দ্র করে অরকা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আশা করা যায় স্প্যান আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে।

স্প্যানের এই সংখ্যাটি হল রিইউনিয়ন উত্তর বিশেষ সংখ্যা। রিইউনিয়নের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বর্ণনা এ সংখ্যায় পাওয়া যাবে। যারা রিইউনিয়নে যেতে পারেননি তারা এই স্প্যান পড়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে পারবেন। তবে রিইউনিয়ন ছাড়াও অন্যান্য সংবাদও এ সংখ্যায় থাকছে। একুশের ভাষা আন্দোলনকে সম্মান জানিয়ে স্প্যানের এই সংখ্যাটি বাংলায় প্রকাশ করা হল। পরবর্তী সংখ্যাগুলো যথারীতি ইংরেজিতে প্রকাশিত হবে।

কেক কর্তন -- প্রধান অতিথি, কলেজ প্রিন্সিপাল, অরকা প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব

রিইউনিয়নের প্রাককথন

একসময় অরকার কার্যক্রম এতটাই ঝিমিয়ে পড়েছিল যে আপাতদৃষ্টে মনে হয়েছিল অরকা তার মৃত্যুদশার উপনীত হয়েছে। কিন্তু অরকার মত সংগঠনের কি মৃত্যু হতে পারে। একটা বর্ণাঢ্য রিইউনিয়ন তো হলই শেষ পর্যন্ত। রিইউনিয়নের পূর্বকথন তাহলে তো একটু বয়ান করতেই হয়। রজত জয়ন্তী উৎসব হয়েছিল ১৯৯১ সালে। সে হিসেবে পরবর্তী রিইউনিয়ন হবার কথা ১৯৯৬ সালে। রিইউনিয়নকে কেন্দ্র করে অরকার স্থবির কার্যক্রমে একটা 'গা-ঝাড়া' দেবার কথা ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু সেবার ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ থেকে জানানো হয় রিইউনিয়ন করতে হবে মাত্র এক দিনে। এত বছর পর রিইউনিয়ন তা হবে মাত্র এক দিনের! সবাই হতোদ্যম হয়ে পড়েন, উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। অরকায় আবার দেখা দেয় স্থবিরতা। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে একটা গেট-টুগেদার অনুষ্ঠিত হয় বুয়েট অডিটোরিয়ামে। সেখানে উপস্থিতি খুবই কম হয়। একটা কমিটিও গঠিত হয় কিভাবে অরকার কার্যক্রম সচল করা যায় তা খতিয়ে দেখার জন্য। যাহোক, প্রায় স্থবিরতার মধ্য দিয়েই আরো এক বছর কাটে। ১৯৯৭ সালে'র জুলাই মাসে তারিক আবুল আলার (৩/১৩৩) উদ্যোগে কাসেম গ্রুপের বিল পাবার কারণে একটি গেট-টুগেদার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ডিসেম্বরের রিইউনিয়নের পূর্বে প্রতি মাসে একটি করে গেট-টুগেদার হবে এবং বিভিন্ন ব্যাচ বা অরকার সদস্য তা স্পন্সর করবে। সে হিসেবে আগস্টের গেট-টুগেদার কর্ণেল আব্দুল হাফিজ (৬/৩০৪), সেপ্টেম্বরের গেট-টুগেদার মেজর (অবঃ) এম তালেবুল মাওলা চৌধুরী (২/৫৮) ও জসিম উদ্দীন আহমেদ (৯/৪৬১), অক্টোবরের গেট-টুগেদার এম সিদ্দিকুর রহমান (২/৫৩) ও ইয়াওয়ার সাঈদ টিউলিপ (৭/৩৩৪), নভেম্বরের গেট-টুগেদার ৮ম ব্যাচ এবং ডিসেম্বরের গেট-টুগেদার ৪র্থ ব্যাচ স্পন্সর করে। এভাবে ধীরে ধীরে অরকা প্রস্তুত হতে থাকে রিইউনিয়নের জন্য। রিইউনিয়নকে কেন্দ্র করে অরকা সদস্যরাও একত্রিত হতে থাকে। অরকায় ফিরে আসে প্রাণচাঞ্চল্য।

কনসার্ট হ্যাপা

রিইউনিয়নের অন্যতম আকর্ষণ কনসার্ট। রজত জয়ন্তীর অন্যতম ইভেন্ট ছিল অবসকিউর ও সাডেনের কনসার্ট। অরসিসির ক্যাডেটরাও অরকা প্রেসিডেন্টকে কলেজে ঘিরে ধরেছিল ভাল ব্যান্ড গ্রুপ নিয়ে যাবার জন্য। সে হিসেবে প্রথম সারির ব্যান্ড গ্রুপ সোলসের সাথে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়। কিন্তু বিদেশে প্রোগ্রামের অফার পাওয়ায় তারা শেষ মুহূর্তে অরকার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে। অরকা পড়ে যায় বিপদে। ব্যাপারটা দেখছিলেন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত শিল্পী সাইফ (১০/৫৭৬)। আর বিষয়টির দায়িত্ব ছিলেন অরকার মহাসচিব এম মোফাজ্জল হোসেন (১০/৫৬৭)। দু'য়েকদিনের মধ্যে আরোকটি ভাল ব্যান্ড গ্রুপ পেতে তাদের ওপরে টেনশনের ঝড় বয়ে গেছে। মাইলস যেতে চাইল না সোলস চুক্তি বাতিল করেছে দেখে। তাদের

'ইগো প্রবলেম' ছিল সেখানে। এলআরবির লাগবে প্লেন, কিন্তু প্লেনের টিকেট পাওয়া গেল না। উইনিং- এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত আর্ককে ম্যানেজ করা সম্ভব হয়। তারা আবার খুব স্পর্শকাতর লোকজন। আলাদাভাবে মাইক্রোবাসে তারা যেতে চান। রিইউনিয়নের দিন সকালে তারা জানালেন অরকা সদস্যদের সঙ্গে এক বাসে তারা যাবেন না। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য একটা ৩৬ সিটের বাসের পুরোটাই ছেড়ে দেয়া হয়। কনসার্টের দিনে তারা অবশ্য জমালেন, তত জমাতে পারলেন না। কিন্তু নিয়ে গেলেন ৮২ হাজার টাকা। রাজশাহীর স্থানীয় দু'টি ব্যান্ড গ্রুপও গান গাইলো আরেকদিন। স্থানীয় ব্যান্ড হিসেবে তাদের পরিবেশনা মন্দ ছিল না।

প্রধান অতিথি অরকা প্রেসিডেন্টকে বিমানবাহিনীর ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন

মোবাইল কালচার

রিইউনিয়ন প্রস্তুতিকালীন সময়ে দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের মোবাইল খুব সাহায্য করেছে। প্রেসিডেন্ট এম সিদ্দিকুর রহমান (২/৫৩) তার সামাজিক, পারিবারিকও ব্যবসায়িক কাজকর্ম প্যাক-আপ করে মোবাইল হাতে ব্যস্ত ছিলেন। রিইউনিয়ন উপলক্ষেই মোবাইল কিনলেন রফিকুল হক (১৫/৮২৭)। ডিরেক্টরির কাজ হচ্ছিল ইফতেখারুল হকের (২১/১১৬৯) কম্পিউটার ল্যাব 'ধ্রুব'তে। তার মোবাইলটিও সবসময় সক্রিয় ছিল।

সাবেকী 'মডার্ণ'

কলেজে যাবার জন্য বাস রিজার্ভ করা হয়েছিল তিনটি 'শ্যামলী' ও তিনটি 'মডার্ণ'। শ্যামলীগুলো সময়মত এসে বসে থাকলেও মডার্ণগুলোর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে সকাল নয়টা-দশটা বেজে যায়। নাইট কোচের ট্রিপ সেরে হঠাৎ হঠাৎ একটা-দু'টো মডার্ণ আসছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে অরকা প্রেসিডেন্ট প্রথম চারটা গাড়িতেই সবাইকে ঠেলে-ঠুলে ঢুকিয়ে দিলেন। একটা গাড়ি দেয়া হল 'আর্ক'কে। আর যাত্রা শুরুর পর সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে দেখা গেল ৩য় মডার্ণ আটকা পড়েছে পুলিশের হাতে। ঐ বাসটির কাগজ-পত্র ঠিকঠাক মত ছিলনা।

রিইউনিয়নে যাবার পথে ফেরিতে ফুরফুরে মেজাজে অরকা সভাপতি ও অন্যান্য

প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

রিইউনিয়ন এর জন্য কলেজ ক্যাম্পাসকে সাজানো হয়েছিল অপরূপ সাজে। কলেজ পৌঁছতে বাস কাফেলার রাত হয়ে যাওয়ায় সাজসজ্জা চোখে না পড়লেও ১৮ তারিখ সকাল থেকেই তার রূপ চোখে পড়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও প্রধান অতিথির আগমনকে ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়। সকাল থেকেই প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরে উঠে পুরো ক্যাম্পাস। রঙিন পতাকা ও শিল্প কর্মে অপরূপ হয়ে উঠে পুরো কলেজ চত্বর বিশেষ করে প্যারেড, একাডেমিক ব্লক এবং হেলিপ্যাড চত্বর।

বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল জামালউদ্দীন আহমেদ প্রধান অতিথি এবং এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মতিউর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও অনিবার্য কারনে বিশেষ অতিথি উপস্থিতি হতে পারবেন না সেই সংবাদ রাতেই পাওয়া গিয়েছিল। সকাল ১০ টার দিকেই হেলিকপ্টারের শব্দ আকাশে ভেসে আসে। তার আগেই ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী সহ সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল এথলেটিক্স গ্রাউন্ডে নির্মিত অস্থায়ী হেলিপ্যাডে। হেলিকপ্টার অবতরণ করলে প্রধান অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসেন কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অরকা সভাপতি ও মহাসচিব প্রমুখ।

হেলিকপ্টার পরিচালনায় ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন আলাউদ্দীন (১/২১) এবং অন্যান্য সহযোগীরা ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন তৌহিদ (১/৬) উইং কমান্ডার আলমগীর (৯/৪৯১) এবং মিসেস আলমগীর আরো অনেকে।

অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের পর প্রধান অতিথিকে নিয়ে যাওয়া হয় কলেজের নতুন রেস্ট হাউস উদ্বোধনের জন্য এবং সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর প্রধান অতিথি প্যারেড গ্রাউন্ডে আসেন প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণের জন্য। আকর্ষণীয় মার্চ পাস্টের পর একাডেমিক ব্লকের সামনে নির্মিত মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে রি-ইউনিয়নের শুভ উদ্বোধনী ঘোষণা করেন মাননীয় প্রধান অতিথি। এরপর ডাইনিং হলের সামনে নির্মিত বিশেষ

প্যাভেলে বিশালকায় অরকা রিইউনিয়ন '৯৮ কেক কেটে প্রধান অতিথি শিক্ষক মন্ডলী, প্রাক্তন ও বর্তমান ক্যাডেটদের সাথে চা চক্রে মিলিত হন। চা চক্রের পর কলেজ মিলনায়তনে প্রধান অতিথির আগমন উপলক্ষে আয়োজিত বর্তমান ক্যাডেটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পূর্বে বিমান বাহিনী, অরকা ও রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের প্রধানদের মধ্যে চলে ত্রিমুখী ক্রেস্ট বিনিময় পর্ব। ক্রেস্ট বিনিময় পর্বের পর স্বাগত ভাষণ দেন কলেজ অধ্যক্ষ জনাব শামসুদ্দোহা। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দেশ গঠনে অরকা সদস্যদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং জাতি গঠনে আরো কার্যকরী কর্মসূচী নিয়ে অরকাকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। সভাপতির ভাষণে অরকা সভাপতি মোঃ সিদ্দিকুর রহমান (২/৫৩) স্বাধীনতা যুদ্ধ, দেশ সেবায় অরকা সদস্যদের ভূমিকা, দেশ বিদেশ সদস্যদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং আরো কল্যাণমুখী ভবিষ্যত কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণের পূর্বে অরকা মহাসচিব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন (১০/৫৬৭) অরকার বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন।

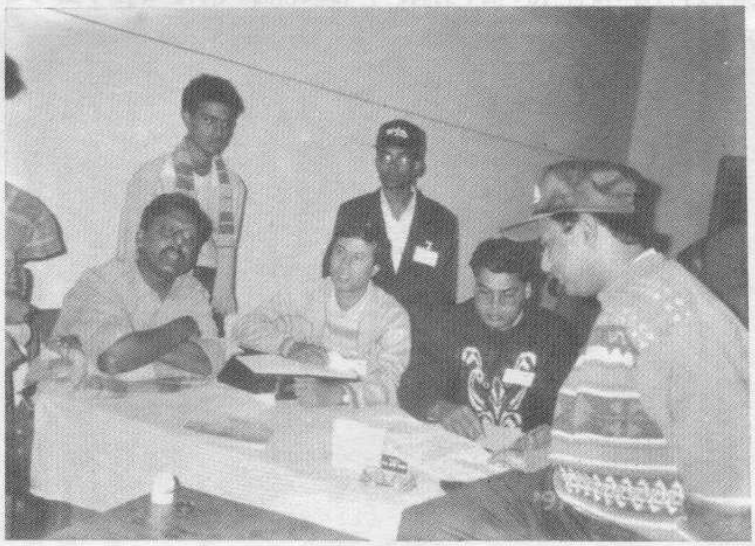

কাসিম হাউস তিন নম্বর রুমে অরকার অস্থায়ী অফিস

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে বিমান বাহিনী প্রধান শিক্ষক মন্ডলী, অরকা সদস্য-সদস্যা এবং বর্তমান ক্যাডেটদের সাথে দুপুরের বিশেষ ভোজে মিলিত হন এবং ভোজের পরেই প্রধান অতিথিকে নিয়ে তার হেলিকপ্টার ঢাকার উদ্দেশ্যে কলেজ চত্বর ত্যাগ করে। হেলিপ্যাডে প্রধান অতিথিকে বিদায় জানান কলেজ অধ্যক্ষ এবং অরকা সভাপতি ও মহাসচিব।

এম সিদ্দিকুর রহমানকে (২/৫৩) প্রেসিডেন্ট বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় কসরৎ

এজিএম ও নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটি

১৯ নভেম্বর সকালে অরকা সদস্যরা ধীরে ধীরে মোস্তফা অডিটোরিয়ামে জড়ো হতে থাকেন অরকার বার্ষিক সাধারণ সভায়। এই এজিএম এর একমাত্র এজেন্ডা ছিল অরকার নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন। কমিটি গঠনের পূর্বে অরকার ভবিষ্যত নিয়ে এক ধরনের হতাশা ব্যক্ত করেন প্রায় সবাই। অরকার প্রেসিডেন্ট এম সিদ্দিকুর রহমান বলেন, অরকা এক সময় এক্স ক্যাডেটস এসোসিয়েশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে অরকার অবস্থা বেশ হতাশাব্যঞ্জক। তাই তিনি অরকার দায়িত্ব দেবার কথা বলেন যারা অরকাকে ভবিষ্যতে ভালভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এম. তালেবুল মাওলা চৌধুরী (২/৫৮) অনুরুপ মতামত ব্যক্ত করেন এবং নতুন প্রজন্মকে অরকার নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য আহবান জানান। তিনি অবশ্য অরকার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বর্তমানে প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এম. সিদ্দিকুর রহমানকেই (২/৫৩) প্রস্তাব করেন এবং পুরো হাউস তাকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করে। এম সিদ্দিকুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণে প্রবলভাবে অসম্মতি জানান কিন্তু প্রায় এক রকম জোর করেই তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়। মহাসচিব হিসেবে একে একে হাবিব রইসউদ্দিন আহম্মেদ (৮/৪২৮), জসিম উদ্দিন আহমেদ (৯/৪৬১), আলমগীর হোসেন (৮/৪১৯) এর নাম প্রস্তাব করা হয়। তাদের সবার দারুণ ব্যস্ততার কারণে বোর্ডই দায়িত্ব গ্রহণে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত মহাসচিব নির্বাচিত হন মোঃ রফিকুল হক (১৫/৮২৭)। তারও প্রবল আপত্তি ছিল কিন্তু সবাই তাকেই মহাসচিব নির্বাচিত করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তার মতে সক্রিয় অরকা সদস্য আর ক'জন আছেন? সহ-সভাপতি-১ হিসেবে নির্বাচিত হন এ.এস.এম. শামসুজ্জামান (৪/১৭১)। এরপর বাকি পদগুলোর জন্য ফাহমিদুল হক (২১/১১৬৯) বিভিন্ন নাম প্রস্তাব করেন এবং হাউস কর্তৃক তা সর্বসম্মতক্রমে সমর্থিত হয়। সে হিসেবে নবনির্বাচিত অরকা এক্সিকিউটিভ কমিটি হল ঃ

প্রেসিডেন্ট ঃ এম. সিদ্দিকুর রহমান (২/৫৩)
সহ-সভাপতি- ১ ঃ এ. এস. এম শামসুজ্জামান (৪/১৭১)
সহ-সভাপতি- ২ ঃ মোঃ মামদুদুর রশিদ (১৪/৭৫৫)
মহাসচিব ঃ মোঃ রফিকুল হক (১৫/৮২৭)
অতিরিক্ত মহাসচিব ঃ মোঃ সাহাবুদ্দীন সরকার স্বপন (১৬/৯০৪)
কোষাধ্যক্ষ ঃ মোস্তফা আল মামুন, জার্জিস (১৫/৮২১)
সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ শামিম আহমেদ (২১/১১৭৪)
প্রকাশনা সম্পাদক ঃ মোঃ আলমগীর হোসেন (৮/৪১৯)
সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ মামুর-অর-রশিদ (২৬/১৪২৩)
কমিউনিটি উন্নয়ন সেবা সম্পাদক ঃ মোহসীন উল-হাকিম (২৬/১৩৯৫)

জনসংযোগ ও বহির্বিশ্ব সম্পাদক ঃ মোঃ আব্দুল্লাহ আল আহসান (২৩/১২৬৭)

সাংবিধানিক একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল অবশ্য। ২৬ শ ব্যাচের তিনজনের নাম এক্সিকিউটিভ কমিটিতে চলে আসে। কিন্তু অরকা সংবিধানে রয়েছে একটি ব্যাচ থেকে কেবল দু'জন নির্বাচিত হতে পারবেন। এ সমস্যার বিপরীতে এম সিদ্দিকুর রহমান (২/৫৩) বলেন অরকার জন্যই সংবিধানের জন্য অরকা নয়। অরকার সংবিধান এই মুহূর্তে সংশোধিত হল। হাউস তাকে সমর্থন করে। যোগ্যতার নিরিখে ২৬শ ব্যাচ থেকে তিনজন সদস্য নির্বাচিত হন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকের সারি

জমজমাট কিন্তু প্রাণের অভাব

এবারের রিইউনিয়ন বরাবরের মতই জমজমাট ও বর্ণাঢ্য হয়েছে। রিইউনিয়ন উপলক্ষ্যে পদ্মাপারের কন্যার মতই আরসিসি বেশ সাজগোজ করেছিল। একাডেমিক বিল্ডিং নানা ধরনের ব্যানার, হাউসগুলোতে কাগজের নকশা, পেইন্ট, আলপনা, স্থানে স্থানে তোরণ, রাতের আলোকসজ্জা ইত্যাদি মিলিয়ে আরসিসি যেন আরো রূপসী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এত সাজসজ্জার ভেতরে কোথায় যেন একটা তার ছিঁড়ে গেছে। এবারের রিইউনিয়নে যেন প্রাণের একটু অভাব দেখা গেল। মাওলা-মনীশেরা যেন তাদের তারুণ্য হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের বিকট হাসির আওয়াজ শোনা গেল না, ক্ষুরধার মশকরা দেখা গেলনা। ক্যাডেটদের মধ্যেও যেন স্পিরিটের অভাব। রজতজয়ন্তীর শেষ দিনে বিদায়বেলায় ক্যাডেটরা ও ভাবীরা কেঁদেছিলেন। এবার অত আন্তরিকতার পরশ পাওয়া গেলনা। ক্যাডেটরা যেন অরকা সদস্যদের সেভাবে অভ্যর্থনা দিল না, বিদায়ও জানালো না কেঁদে কেটে। রিভার্স অর্ডার অবশ্য আগের মতই জমেছিল।

রিইউনিয়ন থেকে ফিরে খালাম্মাকে অরকা ক্রেস্ট প্রদান

অরকা ক্রেস্ট

অরকায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এবারের রিইউনিয়নে বিভিন্ন ব্যাচ থেকে বেশ কয়েকজনকে অরকা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ক্রেস্ট প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যদের অতীতের অবদানের পাশাপাশি এ রিইউনিয়নে অবদানের বিষয়টিকেও বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এছাড়া গত রিইউনিয়নে যাদের অনুরূপ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে তাদের অনেককেই এবারে বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছে। যেসব সদস্যদের অরকা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়েছে তার হলেন :

এম. তানিম হাসান (১/১৮)
এম. আব্দুল মুইদ (২/৪২)
মেজর (অব:) এম. তালেবুল মাওলা চৌধুরী (২/৫৮)
লে. কর্নেল মনীশ দেওয়ান (২/৭৪)
ড. আহসানুল কবীর (২/৩৬)
মির্জা কামরুল হাসান (২/১৩৯)
এ. কে. এম উলফাৎ হোসেন (৪/১৯১)
এন. ই. এ শিবলি (৬/২৮৪)
কর্নেল আব্দুল হাফিজ (৬/৩০৪)
এস. আনোয়ারুল সাবির (৭/৩৬৭)
মেজর (অবঃ) হাবিব রইসউদ্দিন আহমেদ (৮/৪২৮)
জসিম উদ্দীন আহমেদ (৯/৪৬১)
এম. সাইফুল ইসলাম (১০/৫৭৬)
রবিউল আলম (১১/৬১৩)
আতাউর রহমান (১২/৬৭১)
মোঃ ইউসুফ নিয়াজ (১৩/৭০৩)
মোঃ মামমুদুর রশীদ (১৪/৭৫৫)
মোঃ সাহাবুদ্দীন সরকার (১৬/৯০৪)
শামসুর রহমান মিলন (১৮/১০১৪)
কাজী আসাদুল ইসলাম (১৮/৯৭৮)
মোঃ মাসুদুর রশীদ ৯১৯/১০৬১)
এ এস এম ইফতেখারুল হক (২১/১১২৬)
ফাহমিদুল হক (২১/১১৬৯)

এছাড়া অরকা নর্দান জোনের যেসব অরকা সদস্য নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তাদেরও অরকা ক্রেষ্ট প্রদান কর হয়। যেসব সদস্যকে অরকা ক্রেষ্ট দেয়া হয়েছে তারা হলেন:

শফিকুজ্জোহা (৪/২০৩)
মনজুর ফারুক চৌধুরী (১২/৬৯৮)
মোঃ শামসুর রহমান পলিন (১০/৫৩৪)
সাইদ মাহমুদ (১৮/৯৯৪)
সোহাগ চৌধুরী (২১/১১৪৩)

অরকা সদস্য নন এমন একজন ব্যক্তিত্বকেও অরকা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে। অরকায় তার অবদান অনেক অরকা সদস্যের চেয়েও বেশি। তিনি হলেন ইঞ্জিনিয়ার এম আনিসুর রহমানের (২/৪০) আম্মা ও সবার

খালাম্মা শামসুন নাহার। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অরকার নানান ঝক্কি-ঝামেলা যাকে সহ্য করতে হয়, অরকা অফিস যার তত্ত্বাবধায়নে সংরক্ষিত হয়। এছাড়া অরকার সাপ্তাহিক মিটিংগুলোতে তার পরিবেশিত 'চা' ও 'টা'- এর কথা অরকা ভুলবে কিভাবে?

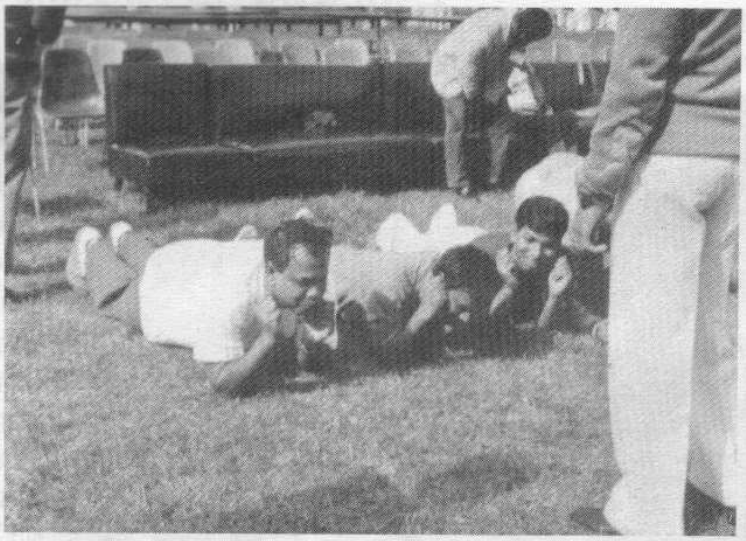

রিভার্স অর্ডার

প্যারেন্টস ডে ও বাপ-বেটা ভাই ভাই

কোন কোন ক্যাডেট এবং কোন কোন অরকা সদস্যের জন্য রিইউয়ন প্যারেন্টস ডে হিসেবে দেখা দিয়েছিল। মেজর শাহ জাকারিয়া (১/৩৩) এবং উইং কমান্ডার আসাদুজ্জামানের (৬/২৭০) ছেলে আরসিসিরই ক্যাডেট। তাই রিইউনিয়নের তাদের কাছে প্যারেন্টস ডেই ছিল। তাদের ছেলেদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বাপ-বেটা হলেও যেহেতু তাদের উভয়েরই একই কলেজে পড়াশুনা তাই তাদের আরেকটি সম্পর্ক তো আছেই। সেটা হল ভাই-ভাই সম্পর্ক।

একজন শিবলি ভাবী

শিবলি ভাবীর কথা বলতেই হয়। রিইউনিয়নে এন. ই, এ শিবলির (৬/২৮৪) চাইতে শিবলি ভাবীকেই রিইউনিয়নে বেশি সক্রিয় দেখা গেছে। তিনি রিইউনিয়নের পূর্বে নিয়মিত অরকা অফিসে এসেছেন। রিইউনিয়নের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। রিইউনিয়নের খেলাধূলার গিফট আইটেম বাজার ঘুরে কিনে দিয়েছেন। কলেজে যাবার দিনের ব্রেকফাস্ট কিনে দিয়েছেন। রিইউনিয়ন চলাকালীনও তার সক্রিয়তা লক্ষণীয়। ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজের প্রথম ব্যাচের কলেজ প্রিফেক্ট তিনি। কে জানে তার এসোসিয়েশনকে চাঙ্গা করার জন্য তিনি হয়ত অরকা থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে এসেছিলেন।

মিউজিক্যাল পিলো

ভাবী ও ক্যাম্পাসের মেয়েদের জন্য অরকা আয়োজিত মিউজিক্যাল পিলোতে অরকা ভাবীদের বিশেষ করে তারিক হাউসের একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা গেছে। এই প্রতিযোগিতার প্রথম তিনজনই হলের তারিক হাউসের ভাবী। এই প্রতিযোগিতায়

১ম হয়েছেন মিসেস রফিক (৭/৩৬৯)
২য় হয়েছেন মিসেস শিবলী (৬/২৮৪)
৩য় হয়েছেন মিসেস সাহাবুদ্দীন (৩/১৪০)

রিইউনিয়ন স্পোর্টস

অরকা বনাম বর্তমান ক্যাডেট ফুটবল খেলায় অরকা যুব সহজেই ৩-১ গোলে জয়লাভ করে। এক সময়ের চৌকস ফুটবলার অরকা সদস্যদের মুহুর্মুহু আক্রমনে পরাস্ত হয়ে এক সময় কলেজের বর্তমান ক্যাডেটদের সবাই মাঠে নেমে পড়েও তাদের পরাজয় রোধ করতে পারেনি। অরকার পক্ষে এ খেলায় যারা অংশ নেন তারা হলেন সালাহ্উদ্দীন (২/৬৭), আনিস (২/৪০) জাফরুল্লাহ (২/৬৮) টিটো (৬/২৭৩) আলমগীর (৯/৪৯১) সোবহান (১২/৬৬২), জাকির (১৬/৮৮১), জার্জিস (১৫/৮২১) ও অন্যান্য।

আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রিকেটের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ মোটেও সুবিধা করতে পারেনি অরকা বনাম আরসিসি ক্রিকেট খেলায়। টসে জিতে অরকা দল নায়ক জোহা (৪/২০৩) প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে অরকা সব উইকেট হারিয়ে ৯০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে আরসিসি ১৬ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৭২ রান করে। ফলে ১৮ রানে জয়লাভ করে অরকা একাদশ। অরকার পক্ষে এবারে প্রথম বারের মত খেলতে নামে ফিরোজ (২/৫০) তনয় মুজ্জাম্মিল এবং আনিস (২/৪০) ভাগ্নে সাব্বির। দিন ঘনিয়ে আসছে যখন অরকার পক্ষে অরকা তনয়-তনয়ারাও অংশ নেবে বিভিন্ন খেলাধূলায়।

ভাবীদের বালিশ বদল খেলা

অরকা ক্রিকেট টিমের সদস্যরা হলেন :

শফিকজ্জোহা (৪/২০৩)
কথা (১৪/৮০৪)
ভূঁইয়া (১৬/৮৮৭)
রাজ্জাক (১৭/৯২৯)
উল্কা (১৮/৯৮১)
অপু (১৯/১০৪৭)
রিমন (২২/১২২৪)